'যুদ্ধ' শব্দটির সমার্থক শব্দগুলি হল - আহব, বিগ্রহ, রণ, সমর, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, লড়াই ইত্যাদি। **যুদ্ধের সংজ্ঞাগুলি** নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

(১) সমাজ দ্বারা স্বীকৃত দুই বা ততোধিক দল বা গোষ্ঠী বা জাতি একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে যে সংগ্রাম বা লড়াই করে তাকে যুদ্ধ বলে।

(২) বিখ্যাত যুদ্ধ বিশারদ ও দার্শনিক **ক্লজউইৎজ** এর মতে, যুদ্ধ হল একটি নৃশংস কাজ, যেখানে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে দমন করে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়। তাঁর মতে 'যুদ্ধই রাজনীতি এবং রাজনীতিই যুদ্ধ'। (" War is nothing else than the continuation of nation policy by different means. It is an act of violence intended-to compel our opponent to fulfil our will") — Clause witz.

(৩) বিখ্যাত যুদ্ধ বিশারদ **মোল্টেক্** (Moltake) এর মতে - 'যুদ্ধ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এক বলপূর্বক কার্য, যার মাধ্যমে দেশের উদ্দেশ্য সাধন হয় বা, উদ্দেশ্য সাধনের এক দীর্ঘ কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা করা হয়। (" War the forcible action of a people in order to achieve or maintain a purpose of the state " — Moltake.)

(৪) বিখ্যাত যুদ্ধ বিশারদ **সনজ** (Suntzu) এর মতে - 'যুদ্ধ রাষ্ট্রের এক মুখ্য কার্য। যাহা জীবন- মৃত্যুর ক্ষেত্র এবং সুরক্ষা বা বিনাশের সড়ক পথ। যাহা অধ্যয়ন করা খুবই পরিশ্রম ও জটিলতার কাজ।'

(" War is a great affair of state. The realm of life and death and the road to safety or ruin. A thing to be studied with extreme deligence." Suntzu.)

(৫) যুদ্ধের বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা হল - যুদ্ধ মানে মহারণ, যেখানে জয়লাভের উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন সংগঠন অর্থাৎ স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী তাদের সব রকম রণশক্তি, রণসম্ভার ও অদম্য মনোবল নিয়ে বিপক্ষের সাথে লড়াই করে এবং বিপক্ষের রণশক্তি, রণসম্ভার ও মনোবলকে হ্রাস করে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়াকে যুদ্ধ বলে।

Scanned with CamScanner

৫.২ যুদ্ধ ও লড়াই এর মধ্যে পার্থক্য ঃ-

যুদ্ধ (War)	লড়াই (Battle / Conflict)
১) যুদ্ধ দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র বা রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত হয়।	১) লড়াই সর্বদা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়।
২) যুদ্ধ দীর্ঘ সময় বা কাল ধরে হতে পারে। ফলে যুদ্ধের ভয়াবহতা ব্যাপক। আমরা ইতিহাসে 'একশো বছরের যুদ্ধ'(Hundred Years War) between France and England in 1337 - 1453)'সাত বছরের যুদ্ধ(Seven Years War) প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ (৪ বছর ধরে),দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (৬বছর ধরে) প্রভৃতির উদাহরণ পেয়েছি।	২) লড়াই কোনদিনই দীর্ঘকাল বা সময় ধরে হয় না। ইহার ভয়াবহতার মাত্রাও যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক কম হয়।
(৩) যুদ্ধ সবসময় সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়। যেখানে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ কম জনসংখ্যা যুক্ত দেশের প্রতিটি নাগরিককে সমর-বিদ্যা রপ্ত করতে হয়, তাদের দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। যেমন - ইজরায়েল।	(৩) লড়াই সর্বদাই দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা দল বা জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়। লড়াইতে সেনাবাহিনীকে অংশগ্রহণ করতে হয় না। তবে যখন লড়াইএর ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তখন তাদের রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়।
(৪)যুদ্ধে সর্বদাই প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রের সমাহার হয়। এখানে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়।	(৪) লড়াইতে কোন সময় অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায় না। লড়াইতে কোন একটি সময় অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
(৫)যুদ্ধে হিংসা, বিনাশ, যুদ্ধ-বন্দী,স্বার্থ, অবিশ্বাস, জয়, পরাজয় ইত্যাদি অধিক মাত্রায় স্থান পায়।	(৫) লড়াইতে হিংসা, স্বার্থ ও অবিশ্বাস অল্প মাত্রায় স্থান পেলেও,বন্দী, জয় পরাজয় প্রভৃতি খুব একটা স্থান পায় না।
(৬)যুদ্ধের পরিব্যাপ্তি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নিরপেক্ষ কোন দেশ যুদ্ধ থামাবার জন্য নানা ধরনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধরত দেশগুলিকে কোন না কোন চুক্তিতে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করে।	(৬) লড়াই এর পরিব্যাপ্তি বেশীর ভাগই আঞ্চলিক।তাই নিজের দেশের সরকারকেই বেশী তৎপর হতে হয় লড়াই এর কারণ অনুসন্ধান করে তা থামাবার জন্য।

Scanned with CamScanner